মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

৫৮ বর্ষ ❀ ৮ম সংখ্যা ❀ শ্রীগৌরজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ফাল্গুন, ১৪২৭ ❀ মার্চ, ২০২১

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম, পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া-741101 ফোনঃ-9239880075, 7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া, বর্দ্ধমান - 713212 ফোনঃ-7872527822, 6294414862
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব), পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ 7602997685, 9903065262
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম - 731121
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ 09861369417
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার, কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি, পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019 উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর, পাটনা-800001 (বিহার), ফোন-0612-2200854 ফোন-9199547795
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার ফোন-0631-2225116 মোঃ 6207086383, 6306888893
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ প্রয়াগরাজ-211006 (ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং, বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121 মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004 ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর, দিনদয়াল উপাধ্যায় (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১, ফোন-7347823181
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী পিন-110016, ফোন-47070472, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব) মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র, হরিয়ানা-136118, ফোন-9467328883
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি আসাম-788163, মোঃ-7604048080
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435, 8918707016
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড, পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.), পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504, 7903691753
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Bye Lane Rodali Path, গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো, পিন-৭৮১০৩৪ আসাম-970657231, মোঃ 09706527231
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ 09874966241
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ, রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে সংগৃহিত	৩
২। প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত	—	৪
৩। ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু	নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ	৫
৪। আদর্শ গৃহীভক্তের গৃহ বৈকুণ্ঠ	ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণ	৭
৫। গোপালচম্পূ	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা	৮
৬। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম—পরমতম পুরুষার্থ	ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা	১০
৭। শ্রীগুরুচরণে প্রণতি	বীরভূম—বৃন্দাদাসী	১৪
৮। নির্যাণ সংবাদ	শ্রীমতী বীনাপানি দাসী	১৫
৯। প্রচার প্রসঙ্গ	—	১৬
১০। শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচারসূচী, ২০২১	—	১৭
১১। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা সূচী	—	১৮
১২। জৈবধর্ম পরীক্ষার ফলাফল	—	১৮

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের কৃপা আশীর্বাদ প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৮ বর্ষ ❀ ৮ম সংখ্যা ❀ শ্রীগৌরজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ফাল্গুন, ১৪২৭ ❀ মার্চ, ২০২১

সারকথা

**কাহারে না করে নিন্দা, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে।
অজয় চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১০।৩১২)

**'শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়া কর এই ভিক্ষা।
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥'
ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা।
দিন-অবসানে আসি' আমারে কহিবা ॥
তোমরা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব।
তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১৩।৮-১১)

**সর্বপাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল।
বৈষ্ণবের নিন্দা, পাপ সবে না হইল ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১৩।৩৯)

**যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
অন্য বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয় ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১৩।১৬০)

**সর্ব মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম।
বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১৩।৩৯১)

**বিষয়-মদান্ধ সব এ মর্ম না জানে।
সুত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥**
(চৈঃ ভাঃ মঃ—১৬।১৪৭)

(চৈঃ ভাঃ মঃ—৫।৫৪)

(চৈঃ ভাঃ আঃ—১।৮৬)

প্রশ্নোত্তরে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের উপদেশামৃত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অনেক জন্মের পর এই মনুষ্য-জন্ম লাভ হ'য়েছে, আর এ জন্ম সবচেয়ে দুর্লভ—শুধু দুর্লভ নয়, সুদুর্লভ। ইহা অনিত্য হ'লেও পরমার্থপ্রদ। বুদ্ধিমান্ যিনি, চতুর যিনি, তিনি এই সাধনের দেহটা থাক্‌তে অন্যান্য বিষয়-কর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা কর্‌বেন।

চরম কল্যাণ লাভ কর্‌তে হ'লে সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় কর্‌তে হ'বে। সদ্‌গুরু আমার বহির্ম্মুখ রুচির অনুকূলে কথা বলেন না, আমাদের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য—একমাত্র কর্ত্তব্য—নিত্য কর্ত্তব্য যে কৃষ্ণভজন সেই ভগবদ্ভজনের কথাই বলেন। জগতের লোক আমার রুচির অনুকূলে কথা ব'লে আমাকে আকৃষ্ট কর্‌ছে—আমার প্রিয় হ'তে চাচ্ছে। কিন্তু যিনি আমাকে ঐভাবে হিংসা কর্‌তে চান না, সত্যি সত্যি আমার দুঃখে কাতর, আমার ব্যথায় ব্যথিত যিনি, সেই দরদী পরম-বান্ধবই শ্রীগুরুদেব। শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ মুক্ত গুরুদেবের কাছে শরণাগত হ'তে উপদেশ দিয়েছেন—আমার যা' কিছু আছে সব ছেড়ে শ্রীগুরুপাদ পদ্মে একান্তভাবে আশ্রয় নিতে ব'লেছেন।

প্রঃ—স্বাধীনতা লাভের উপায় কি?

উঃ—ভগবানের চরণে শরণগ্রহণ ব্যতীত স্বাধীনতা-লাভের—শান্তিলাভের অন্য উপায় নাই। গুর্ব্বানুগত্যে অধোক্ষজ পূর্ণ পুরুষের অধীনতাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, তাহাই পূর্ণ স্বাধীনতা, প্রকৃত স্বাধীনতা—জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম।

প্রঃ—কি ক'রে নিজেকে জান্‌তে পার্‌বো?

উঃ—আমি কৃষ্ণদাস কিন্তু কৃষ্ণদাস্যে আমার বর্ত্তমান সময়ে সম্পূর্ণ অধিকার হচ্ছে না। বর্ত্তমানে আমি কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ কর্‌তে অসমর্থ, ভগবজ্‌জ্ঞানের কথা জান্‌তে অক্ষম। সুতরাং আমার আবশ্যক হ'চ্ছে—আমি যে কৃষ্ণদাস, এটা জান্‌বার জন্য ষোল আনা যত্ন করা। সাধুসঙ্গ না হ'লে—কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত না হ'লে কেহ নিজের বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে জান্‌তে পারে না।

প্রঃ—শ্রীচৈতন্যদেব কি ক'রেছেন?

উঃ—মানুষের সর্ব্বস্ব—সমগ্র পৃথিবীর লোকের সর্ব্বস্ব যা'তে কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত হয়, শ্রীচৈতন্যদেব সেই উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কৃষ্ণ হ'য়েও ভক্তের ভাব নিয়ে কৃষ্ণকে জানিয়েছেন—নিজে আচরণ ক'রে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিয়েছেন। কৃষ্ণের পার্ষদ ভক্ত শ্রীরূপ প্রভু মহাপ্রভুকে এইভাবে স্তব ক'রেছেন—

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ।।

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি মহাবদান্য। তুমি তথাকথিত শিক্ষামন্দির স্থাপন কর্‌ছ না, তথাকথিত অনাথ-আশ্রম স্থাপন কর্‌ছ না, তুমি পূর্ত্তকার্য কূপ-খননাদি কর্‌ছ না, হাঁসপাতাল কর্‌ছ—না, কিন্তু তুমিই জগতে প্রকৃত পারমার্থিক শিক্ষামন্দির স্থাপন ক'রেছ, তুমিই প্রকৃত অনাথগণের আশ্রয়স্থল, তুমিই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আবিষ্কার ক'রেছ, তুমি গৌড়ীয়-হাঁসপাতাল অর্থাৎ ভবরোগ-চিকিৎসাগার স্থাপন ক'রেছ, তোমার দয়া অমন্দোদয়া দয়া। জগতের দয়া মন্দ উদয় করায় কিন্তু তোমার দয়া জীবের সমস্ত শুভ এনে দেয়, তাই তুমি মহাবদান্য। তুমি কৃষ্ণপ্রীতির প্রকৃষ্ট প্রদানকারী, আত্মায় যে সহজ সেবা-বৃত্তি আছে, তা'র সেব্য তুমি। আকর্ষক তুমি চেতনের উন্মেষের জন্য মহাবদান্য-লীলা প্রকাশ কর্‌তে এসেছ।

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি সবিশেষ পূর্ণ চিদানন্দ-বিগ্রহ। তোমার নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা রয়েছে। তুমি শক্তিমদ্-বিগ্রহ কৃষ্ণ। তোমার যে শক্তিদ্বারা জগদ্‌বাসী সকলে মোহিত হচ্ছে, সেই শক্তির নাম ভুবনমোহিনী মহামায়া, সেই শক্তির শক্তিমদ্বস্তু কৃষ্ণ—ভুবনমোহন। সেই ভুবনমোহনকেও যিনি মোহিত করেন, তিনি ভুবন-মোহনমোহিনী শ্রীরাধিকাসুন্দরী। তুমি শ্রীরাধিকার ভাবকান্তিতে বিভাবিত। তোমার এই ঔদার্য্যময়ী লীলায় কৃষ্ণের চিত্তবৃত্তিতে যে রাধারমণভাব সেই ভাব নাই। কৃষ্ণের পূর্ণ-সেবাময়ী মূর্ত্তি যে রাধা, তাঁর চিত্তবৃত্তিতে, তাঁর ভাবেই তোমার চিত্ত বিভাবিত।

তুমি কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানকারী ব'লে মহাবদান্য। তুমি প্রেমময়-বিগ্রহ প্রকৃষ্ট প্রেম প্রদান কর্‌তে এসেছ। তুমি কৃষ্ণই।

প্রঃ—সাধুসঙ্গ কি ক'রে হ'বে?

উঃ—মনোযোগ দিয়ে হরিকথা শ্রবণ দ্বারাই সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'লে ভগবানের বীর্য্য ও জগতের দৌর্ব্বল্যের কথা আমরা বুঝ্‌তে পারি। আমরা তখন সাধুগণের কথামত সেবা কর্‌তে কর্‌তে কৃষ্ণ-সেবায় সুদৃঢ় বিশ্বাস, আসক্তি ও প্রীতি লাভ কর্‌তে পারি। কৃষ্ণসেবায় ও কৃষ্ণে প্রীতিই জীবের চরম প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ

স্থান—গোদ্রম, নবদ্বীপ

ভগবানকে সেবা করার বুদ্ধিটা, হরিনাম করার বুদ্ধিটা বিষয়ী লোকের lost প্রায় (অবলুপ্ত প্রায়) হয়ে গিয়েছে। চেতনের যেখানে অবলুপ্তি সাধন হয়ে গেছে, জড়ের যেখানে প্রাধান্য হয়েছে সেখানে আবার চেতনকে কি করে দেখানো যায়, আপনারা বুঝিয়ে বলুন। সেজন্য শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যসিদ্ধ মহাজনগণ অত্যন্ত অদ্ভুতভাবে এই সমস্ত কাজগুলো করেছেন। শ্রীধাম পরিক্রমণ, শ্রীধাম পরিক্রমণের পরে আবার শ্রীগুরু আরাধন এবং শ্রীগুরু আরাধনের পরে শ্রীগৌরসুন্দরের আরাধন বিধি বদ্ধমূল করে রেখে গেছেন। শ্রীগৌরসুন্দরের 'আবির্ভাব' 'আবির্ভাব' বলছি কিন্তু তিনি ত, কৃপায় আবির্ভূত হবেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন ইচ্ছা করবেন যে আমি তাঁর কাছে আবির্ভূত হ'ব তাঁর পূজা গ্রহণ করব তাঁর প্রেম স্বীকার করব তখনই তিনি আবির্ভূত হবেন।

তার পা-টা চুলকে দেবার দরকার আছে কিন্তু পা-টা যদি তিনি না দেন, আমি কি করে তার সেবা করব? তেমনি ভগবান যদি সেই সুযোগটা আমাকে না দেন আমি তাঁর সেবা কখনও করতে পারি না। শ্রবণ কীর্ত্তনের বস্তু যদিও আমি তাকে করতে চাই কিন্তু শ্রবণ কীর্ত্তনের বস্তু তাঁকে করা যায় না। শ্রবণের বস্তু যখন তিনি ইচ্ছা করে হ'ন তখন আমরা তাঁকে শ্রবণ করতে পারি। কেননা, তিনি অচিন্ত্যভাবে জীবের সাধ্যের অতীত তত্ত্ব বস্তু। জীবের সাধ্যের অতীত বলে তাকে সাধন করে লাভ করা যায় না। সাধন করে জীব তাঁকে লাভ করতে পারে না তা ব'লে সাধন না করে চুপচাপ বসে থাকব তাও হয় না। কারণ জীব জড় তো নয়, জীব চেতন বস্তু, সবসময় চেতনতার অনুশীলন করে। একটা বাচ্চা ছেলে জন্মের পরেই হাত পা ছুড়তে শুরু করে, যা দেখে মুখে পুরে দেয়, যা দেখে জড়িয়ে ধরে এটা তার স্বাভাবিক চেতনতা রয়েছে ব'লে করে। কেননা, এ ইন্দ্রিয় দিয়ে সে সমস্ত বস্তুকে পরখ করে দেখতে চায়, পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

তেমনি জীব জড় নয় বলেই তার স্বাধীনতা রয়েছে এবং সে চিদবস্তুর অনুশীলন করতে চায়, চিত্তের মধ্যে এরূপ একটা প্রবণতা রয়েছে এবং স্বতঃসিদ্ধভাবে রয়েছে বলেই সে স্বতঃসিদ্ধ বস্তুর চর্চার দ্বারাই পরম স্বতঃসিদ্ধ বস্তু যে ভগবান, নিত্যসিদ্ধ বস্তু যে ভগবান তাঁর সান্নিধ্য সে লাভ করতে পারে। সেজন্য সমজাতীয় বস্তু বলেই সমজাতীয় বস্তুকে সে লাভ করতে পারে। জীব জড় নয় সেজন্য জড়ীয় সুখ তাকে যতই প্রভাবিত করুক না কেন তার থেকে সে সুখ পেতে পারবে না। আত্মা কখনো জড়ীয় সুখ নেন, না ভগবান কখনো জড়ীয় সুখ নেন না। **যতক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণ চৈতন্যের অনুশীলন না হয় ততোক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ণচৈতন্যের আবির্ভাব হবে না।** সেজন্য আমাদের খুব সতর্কতার সঙ্গে এক পা এক পা করে এগোতে হবে গুরুবর্গের দেখানো মিশনে। এছাড়া আমরা কোনভাবে পেতে পারি না। পরমার্থের পথ সব নিত্যসিদ্ধ, ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের চলাটার যদি ব্যতিক্রম হয় তাহলে আমরা জানতে শিখব না, আমরা ভুল করতে পারি। সেজন্য ভুল যাতে না হয় গুরুপাদপদ্ম সর্বক্ষণ অতন্দ্র প্রহরীর মতো আমাদের এখানে সব alert করে রেখেছেন। এখান কার কোন ব্যবস্থাপনার ব্যতিক্রম করা যাবে না। যেখানে ব্যতিক্রম হবে সেখানে সবকিছুরই adverse হয়ে যাবে, সেখানে সবকিছু বিপরীত হয়ে যাবে, দেখতে ভক্তির মতো লাগবে কিন্তু ভক্তিফল ফলবে না। আবার সাধারণভাবে বলা হয়েছে হরিকে উদ্দেশ্য করে যা ক্রিয়া লোক করবে সেটা ভক্তির দিকে নিয়ে যাবে তেমনি আবার এতসব থাকলেও ভক্তি হবে না, এটা ভক্তির Contradiction.

"নাচ গাও ভক্তসঙ্গে কর সংকীর্ত্তন।
অচিরাৎ পাবে তুমি কৃষ্ণপ্রেমধন॥"

এটা সত্য কথা, কিন্তু ভক্ত কোথায়? যখন ভক্ত না থাকে তখন ভক্তির অনুশীলন হতে পারে না। এত যাত্রা মহোৎসব, এত আয়োজন সব বেকার হবে যদি আমরা ভক্তকে সুখান্বিত না করতে পারি। কেননা, ভক্তকে সুখান্বিত না করতে পারলে ভগবান কাকে দেখে সুখী হবেন? মায়ের কাছে যদি ছেলেটাকে না এনে দেওয়া যায় সে যেমন মনমরা হয়ে থাকে সেরকম ভগবানের কাছে তাঁর প্রীতিতে সন্তুষ্ট ভক্তকে যদি হাজির না করা যায় তাহলে আমাদের সব Propaganda সব প্রচার বিফল হয়ে যায়। বিফল হওয়াটাকে সফল করবার জন্য

আমাদের কি করতে হবে, না, সেই field-এই আমাদের থাকতে হবে। কথাটা হচ্ছে যে ভগবানের সত্ত্বঃ, রজঃ তমঃ গুণ যে গুণে ভ্রষ্ট হয়েছে সেখানেই আবার সত্ত্বগুণ প্রধান হয়ে শুদ্ধসত্ত্ব প্রস্ফুটিত হয়েছে। **শুদ্ধসত্ত্ব ভূমিকায় ভগবানের আবির্ভাব এবং শুদ্ধসত্ত্ব ভূমিকার অভাব যেখানে সেখানে কলির প্রাবল্য রয়েছে সেখানে সত্ত্বঃ রজঃ তমঃ গুণের বিক্ষেপ রয়েছে।** এই সমস্ত বিক্ষেপাত্মক ভূমিকায় কখনো শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব হবে না। কখনো হবে না কেননা, শ্রীগৌরসুন্দর তিনি রসিক, রসময়, তাঁর অনুশীলন হবে রসের ভূমিকায়। রসের ভূমিকায় কখনো অরস, বিরস, কুরসকে চালানো যাবে না। কেননা, তাঁর চিত্তে গ্রাহ্য হবে না। আমি কোটিপতি, কোটি টাকা নাড়াচাড়া করতে ভালোবাসি, কেউ যদি বলে ছোটখাটো একটা দোকান খুলে দাও আমাদের মন্দিরের সামনে তাহলে সে কেন শুনবে তার কথা— প্রত্যেকটা কথা এইভাবেই বুঝতে হয় যে, **প্রেমধনের সম্পুট যাঁর হাতের মুঠোয় যিনি সমস্ত পৃথিবীকে Control করেন। তাঁর ইচ্ছাতে প্রেমধন লাভ করতে পারেন। কৃষ্ণ বিনা অন্য কেউ প্রেমভক্তি দান করতে পারে না এবং সেই শ্রীকৃষ্ণই আবার শ্রীগৌররূপে এসে জগতে প্রেম নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন।** কথাগুলোর মধ্যে contradiction আছে বিপরীত কথা আছে আবার ভক্তিরাজ্যে এত ambiguity আছে যে বোঝা ভীষণ মুশকিল।

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন।
তবু ত না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"
(চৈঃ চঃ আ। ৮। ১৬)

আবার, "এক কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে।
জীবের সাধ্য নাই ততো পাপ করে॥"
"এক কৃষ্ণ নাম লইতে হয় সংসার মোচন।
আর কৃষ্ণ নাম লইতে পায় প্রেমধন॥"

এতসব কথা রয়েছে শাস্ত্রে, ভূমিকাটা দেখুন সেই ভূমিকায় গেলে তবে হবে। শাস্ত্রে কত কথা আছে গঙ্গাস্নান করো তীর্থে যাও কিন্তু যত কিছু কর না কেন ভক্তি হতে পারে না যদি না আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে আশ্রয় করি শ্রীগৌর জন্মের কারন অনুভব না করি আবার, এসব কষ্টসাধ্য সবাই করতে পারে না। ভক্তিটা সাধন সিদ্ধ নয়, সাধন করে কেউ লাভ করতে পারবে তাও বলা যায় না। আমি হরিনাম পেয়েছি, গুরুবৈষ্ণবের আশ্রয়ে আছি আমি ভক্তিলাভ করতে পারব আর সে আশ্রমে নাই সাধারণ দীনহীন ভাবে জীবন করায় সে ভক্তিলাভ করতে পারে না এমন নয়। ভক্তিটা সকলের আত্মাতে স্বতঃসিদ্ধ রয়েছে ভক্তি স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। সে কারণে, একটা লোক হরিনাম দীক্ষা নেয় নি তাকে আমি বৈষ্ণব বলতে পারি না। কেন! কারন সে বৈষ্ণবতার culture করে না আর যিনি হরিনাম দীক্ষা নিয়েছেন তিনি culture করেন এই বুদ্ধিতে তাকে আমরা বৈষ্ণব বলতে পারি এবং বৈষ্ণবতার আবির্ভাব হলে পরিপূর্ণ বৈষ্ণব বলা যায়।

তেমনি আমাদের যে জিনিসটার আবির্ভাব হলে তাকে বৈষ্ণব বলা যায়, যে জিনিসটার আবির্ভাব হলে তাকে ভক্ত বলা যায় যে জিনিসটার আবির্ভাব হলে আমরা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব দেখতে পারি—সেই সমস্ত গুণগুলো হলো চিন্ময় ভূমিকার কথা, ভক্তি রাজ্যের কথা, প্রেম ভূমিকার কথা। এগুলো আমরা অভিনয় করতে পারি কিন্তু অভিনয় exact নাও হতে পারে, অভিনয়টা ঐ দিকে নিয়ে যেতে পারে কিন্তু আমাকে পৌঁছে নাও দিতে পারে। সেইজন্য we are meaning to that direction আমরা সেইদিকে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি মাত্র এই কথা বলতে পারি আর আমরা হরিকথা বলতে পারি। ভগবানের ভক্তগণের দ্বারা রচিত এই মঠ মন্দিরাদি আমাদের গুরুবর্গের কৃপাজনের দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে যে স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জের সন্নিকটে শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। গুরুবর্গ এক বিরাট জিনিস আমাদের দিয়ে গেছেন, যার পরিমাপ করা যাবে না। কেউ ভাবতে পারে এ তো ছোটখাট, আমার টাকা আছে এরকম একটা মঠ তৈরী করে ফেলব তাও হয় না। **বহুভক্তের গ্যালন গ্যালন চিদ্‌রক্ত ব্যয়ের ফলে এ মঠ** এবং এখানে ধামের মহিমা subside হয়ে রয়েছে এখানে আসলে ভক্তির ফল ফলবে। এ সমস্ত স্থানে আসার ভাগ্য আমরা লাভ করেছি এবং এখানে এসে ভাগবত শ্রবণ ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে শ্রীধাম পরিক্রমা করার সুযোগ লাভ করেছি। ধামের ধূলির স্পর্শলাভ করেছি ধামের দেবতা শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবকে দর্শন করার ভাগ্য হয়েছে এবং এসব উপদেশাদি নিয়ে যদি আমরা বাস্তবিক পক্ষে ভক্তিলাভ করতে না পারি তাহলে আমাদের পোড়া কপাল।

কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের অভিপ্রায় হচ্ছে তিনি আপামর জন-সাধারণকে ভক্তিদান করবেন বলেই commissioned হয়ে এসেছেন। তাঁর মিশন বা তাঁর commission, এই প্রতিজ্ঞা যে এই যুগে তিনি সবাইকেই ভক্তিদান করবেন সেইজন্য পাওয়াটা সহজ হয়েছিল। কিন্তু সহজ হলেও একেবারে সহজ

নয় আমরা যদি হেলাফেলা করি তাহলে হবে না যদি গুরু বৈষ্ণবের সঙ্গে সমযুক্ত হয়ে করি তবে উপলব্ধির বিষয় হবে। এটা নিশ্চয়ই সকলের চিত্তে লাগছে, আর কেউ তো খারাপ বলছে না, অন্যান্যরা যে সকল জিনিস নিয়ে আসেন তার থেকে এটা শ্রেষ্ঠ নয় কি, এটা যখন বিচার করবেন চিত্তে তখন শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হয়, কাজেই আপনারা মহাভাগ্যবান। আমরা সকলের প্রতি প্রচুর sympathy এবং প্রচুর gratitude রেখে বলছি যে আপনারা একটু লেগে থাকুন, গৌরসুন্দরের বিজয় মহোৎসব তাঁর আবির্ভাব তিথি তাদের পক্ষে বেশী দেরী নেই কেননা, যারা শ্রদ্ধাপূত চিত্তে ভক্তের পিছন পিছন চলতে শুরু করেছেন তারা নিশ্চয়ই শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখ দর্শন করবেন। ❑

আদর্শ গৃহীভক্তের গৃহ বৈকুণ্ঠ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের প্রদত্ত ভাষণ

স্থান-দীনবন্ধু প্রভুর বাসভবন, রঘুনাথপুর—হাওড়া

"যেদিন গৃহে ভজন দেখি
গৃহেতে গোলক ভায়॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর ভাষার দ্বারা বর্ণন করেছেন আদর্শ গৃহী ভক্তের গৃহটা বৈকুণ্ঠের মত। সেখানে বৈকুণ্ঠ ধাম অবতীর্ণ হন। বৈকুণ্ঠের একটা ধর্ম রয়েছে যেখানে সর্বদা হরিকীর্ত্তন হরিসেবা বৈষ্ণব সেবা হয়, যেখানে বৈষ্ণবের আগমন হয় যেখানে গুরু বৈষ্ণবের সেবার জন্যই সবকিছু ব্যবস্থা। হরিভজন যাদের প্রধান উদ্দেশ্য রূপে বিরাজ করে, শ্রীহরির চিন্তন শ্রীহরিই একমাত্র মালিক যে স্থানে শ্রীহরিকে নিয়ে সকলে ব্যস্ত এরূপ যে স্থান সে স্থান বৈকুণ্ঠ সদৃশ। যিনি গৃহে থেকে ভক্তি করেন, স্ত্রীপুত্র পরিবারের সকলকে ভক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়ে গৃহে মন্দির নির্মাণ করে বৈষ্ণবগণকে সময় সময় আহ্বান করেন, যিনি নিরন্তর হরিকীর্ত্তন হরিসেবা বৈষ্ণব সেবা নিয়ে কাল কাটান সেই গৃহ জড় জগতের মানবের গৃহ বা সংসার নয়, সেটি বৈকুণ্ঠ।

'ভজন' মানে—ভগবানের সেবা, হরিনাম শুদ্ধভাবে জপ করা, ক্রন্দন করতে করতে একমনে জপ করা। ভজন মানে হরির জন্য ভালো ভালো রান্না করে ভোগ লাগানো, বৈষ্ণব সঙ্গেতে হরিকীর্ত্তন নিয়ে ব্যস্ত থাকা। হরিভজন ব্যতীত জীবনের আর অন্য কোন প্রকার উদ্দেশ্য না থাকা শ্রীহরির ধামে গমন ব্যতীত শ্রীহরির দর্শন ব্যতীত মনের মধ্যে যার অন্য কোন আশা থাকে না সেই মন বৈকুণ্ঠ, সেই মন গোলক।

আমাদের জীবন ক্ষণিক, অল্পদিনের জন্য এ সংসারে এসেছি, কার কখন ticket হয়ে যাবে কেউ বলতে পারে না। যতটুকু সময় আমি বেঁচে থাকব সে ৪০ বছর কি ৮০ বছর পর্যন্ত বাঁচি শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত ভক্তি করে যেতে হবে।

"যাবৎ আছয়ে প্রাণ দেহে আছে শক্তি।
তাবৎ করহ কৃষ্ণ পাদপদ্মে ভক্তি॥"

(চৈঃ ভাঃ মঃ ১।৩৪২)

ভক্তিই আমাদের জীবন; ভক্তিই আমাদের শোভা, ভক্তিই আমাদের আকাঙ্খা। হরিসেবা, গুরুসেবা, বৈষ্ণব সেবা এই তিন সেবা বৃত্তি যার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে সেই হৃদয়টা বৃন্দাবন। মহাপ্রভু বলেছেন—'আনের হৃদয় মন মোর মন বৃন্দাবন'। বৃন্দাবন যেতে হবে না হৃদয়ের মধ্যে বৃন্দাবনকে আনা যায়। যদি হৃদয়ের মধ্যে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণকে বসানো যায়, তাঁর সেবার অভিলাষকে বসানো যায় তাঁর নিত্য সেবা প্রাপ্তির আকাঙ্খাকে বসানো যায়, তাঁর দর্শনের লোলুপতা ছাপানো যায় তাহলে সেই হৃদয়ে আর সংসার থাকে না, ত্রিতাপ জ্বালা থাকে না, হৃদয়টা বৈকুণ্ঠ হয়ে যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্ত আমরা। শ্রীমন্মহাপ্রভুর হরিনাম সংকীর্ত্তন এনেছেন সাধুসঙ্গ দিয়েছেন তিনি আদর্শ গৃহীভক্ত তৈরী করে গেছেন। তাঁর পার্ষদ আদর্শ গৃহীভক্ত শ্রীবাস পন্ডিতকে এনেছেন। যার গৃহের দাস দাসী ও কৃষ্ণ ভক্ত ছিল। শ্রীবাসের ভ্রাতু স্পুত্রী 'নারায়ণী' চার-পাঁচ বছর বয়সে কৃষ্ণ বলে কাঁদতেন। শ্রীবাস পন্ডিতের একমাত্র পুত্র মারা গিয়েছিল কিন্তু শ্রীবাস

মহাপ্রভুকে বলেছিলেন আর সবও যদি মরে তবুও তোমার মুখ দেখে তোমার কীর্ত্তন করে আনন্দে থাকব। শ্রীবাস পান্ডিতকে দিয়ে মহাপ্রভু গৃহী ভক্তের বিচার সংসারের সামনে তুলে ধরলেন। আর এই সংসারে গৃহী মানে ছেলে মেয়ে স্ত্রী কি খাবে, কোথায় পড়বে, ব্যবসাটা কি করে বাড়বে। এই চর্চা যদি হয় তাহলে তার গৃহটা নরক। কেবল স্ত্রীপুত্র নিয়ে খাওয়া দাওয়া আর ভোগবিলাসে ব্যস্ততা, ব্যাঙ্কে কত টাকা জমোল, এই নিয়ে ব্যস্ত যেখানে-সেখানে ভক্তি নেই, গোলোক নেই।

আমি দেখতে চাই আমাদের ভক্তরা মন্ত্র দিয়ে দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করে শরীরটাকে মন্দির করেছে। তারা সকাল সন্ধ্যা উচ্চৈস্বরে জয় বন্দনা দিয়ে জিহ্বার লালসাকে, জড়তাকে কাটিয়ে শেষ করে দিয়েছেন। **আমাদের গুরুবর্গের বন্দনার মধ্যে তাদের গুণগুলো আছে, ভক্তরা সকাল বিকাল সেগুলো গুরুবর্গের সামনে ঠাকুরের সামনে মুখস্থ করে শোনাবেন। এইরকম ভক্ত দেখতে চাই।** নাহলে কতকগুলো যশ প্রতিষ্ঠা নেওয়ার জন্য যাকে তাকে ধরে এনে মন্দিরের সেবা করালাম, কতগুলো বিরুদ্ধ লোক নিয়ে এসে নাচালাম। **যেখানে অনুকুলতা নেই সেখানে বৈকুণ্ঠ নেই।** বৈকুণ্ঠের ভাব বৈকুণ্ঠের জনই জানেন। বৈকুণ্ঠের জন যেটা চান, যেটা অভিলাষ করেন সেই স্ফুর্তির জন্য যে সংসারের মালিক সর্বদা চেষ্টা করেন সেখানে বৈকুণ্ঠ বা গোলোক আবির্ভূত হন। ❑

গোপালচম্পূ

(শ্রীল জীব গোস্বামীপাদ বিরচিত)

(দ্বিতীয় পূরণং) **শ্রীগোলোক বিলাসঃ** (তত্র নিত্যলীলা)

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ, কলকাতা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তারপর সিদ্ধগণের সভায় যোগমায়া বলে পরিচিত ভগবৎ লীলা সহায়ক স্বরূপশক্তি নামে প্রসিদ্ধ পৌর্ণমাসী দেবী আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে আর্শীবাদ বাক্য দ্বারা সকলকে আনন্দিত করলেন। যিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ও স্নাতক ব্রাহ্মণ তিনি দেবর্ষি নারদের তুল্য হয়েও কৌতুক জন্য বিদূষক (হাস্য)রূপে বিভূষিত মধুমঙ্গল সখা কৌতুক বচনের দ্বারা সকলকে আনন্দ প্রদান করলেন। কৃষ্ণ-বলরাম দুই হাত ধরলেও যশোদা ও রোহিণী পিছন দিকে হাত দিলেন। দুই ভাই মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে বাক্য আলাপের দ্বারা দরজা হতে বের হয়ে উজ্জ্বল খচিত, যত্নসহকারে নির্মিত ও উচ্চরত্নপীঠে কৃষ্ণ-বলরাম পৃথক পৃথক অবস্থান করলেন। অন্যান্য লোকসকল উপবেশন করলে সকলেই তাঁদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণের যশঃপ্রদ জন্মনক্ষত্র উপস্থিত হলে পুরোহিত বালকদের মধ্যে যাঁরা বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন তাঁরা মাঙ্গলিক মন্ত্রের দ্বারা বালকের জল অভিষেক কাজ করতে লাগলেন। ঐ নীতিপূর্ণ মহোৎসবে মন্ত্রপাঠ, গান, বাজনা, জয়ধ্বনি শ্রীকৃষ্ণের শোভা এবং শ্রীকৃষ্ণের বন্ধুগণের প্রেমবিলাস সকল কিছু একসঙ্গে রুচিকর হয়েছিল। তখন বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীগণ শ্রীকৃষ্ণের কেশে দূর্বাদি মঙ্গলদ্রব্য অর্পণ করলেন,যদিও তাঁদের আনন্দজনিত নেত্র আর্শীবাদকে রুদ্ধ করেছিল। জননী যশোদা অশ্রুজল ও স্তম্ভভাবে রুদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের তিলক রচনা করছিলেন, কিন্তু যদি রোহিণী যদি তাঁর সাহায্য না করতেন তাহলে তিনি কখনোই তিলক রচনা করতে পারতেন না।

এমন সময় এক বালক এসে শ্রীকৃষ্ণকে বললেন—হে শ্রীমন্ ব্রজযুবরাজ! সকলেই ব্রজরাজের সভাতে উপস্থিত আছেন, তারা আপনার আগমণের অপেক্ষায় আছে, আপনার প্রেরিত তাম্বুল বসনাদি ধন আপনি না যাওয়া পর্যন্ত গ্রহণ করছেন না।

তারপর শ্রীকৃষ্ণ ঐ সকল কথা শুনে মাকে লক্ষ্য করে কাতর হলেন। আমি চলে গেলে মা দুঃখ পাবে এই কারণে তাঁর অনুমতি প্রার্থনা নেওয়ার প্রয়োজন বিচার করে প্রণাম ও কাকুবাক্যে পৌর্ণমাসী দেবীকে তাঁর কুটিরে বিদায় দিলেন। শ্রীবলদেবকে আগে করে ও শ্রীদাম আদি সকল সখাকে চারপাশে নিয়ে পশ্চিমদিকে যেখানে ব্রজরাজ আছেন সেই দিকে অর্থাৎ অন্তঃপুরে মাতৃপ্রেম ও সভাতে পিতৃপ্রেম রজ্জুর আকর্ষণে দুলতে দুলতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। সভ্যগণ সকলেই

শ্রীকৃষ্ণকে তেজোময় দেখলেন এবং আনন্দগর্ব সহকারে ও স্তুতিপাঠক গণের উচ্চারিত কোলাহল শব্দের সঙ্গে এককালে সকলে উঠে দাঁড়ালেন।

কোন সময়ে কার প্রতি কোন ব্যক্তি এই সময় বলেছিলেন—হে মিত্র! একজন শুভ্রদ্যুতি হরণ করেন, আর একজন ঘন মেঘ প্রভা হরণ করেন। একজনের বস্ত্র ইন্দ্রনীলমণির বর্ণ জয় করে, আর একজনের বস্ত্র স্বর্ণপ্রভা হরণ করে, একজনের মুখ শুভ্রপদ্মের শোভা, আর একজনের মুখ নীলকমলের শোভাকে পরাজিত করে, উভয়েরই চক্ষুযুগল চঞ্চল খঞ্জন পক্ষীর চক্ষুকে গঞ্জনা দিয়ে থাকে, উভয়ের বিক্রমে হস্তী পরাজিত হয়, অতএব তাঁরা দুইজনে যে সকল লোককে স্তম্ভিত করবেন এতে আশ্চর্য কি?

ব্রজরাজ শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, বৎস! আজ তোমার জন্ম নক্ষত্র উপস্থিত, মধ্যাহ্নকাল তিনি গৃহে উপস্থিত থাকবেন। আমি সকাল থেকে গোদর্শন ও গো-পালনের জন্য উপযুক্ত প্রতিবেশী লোকদেরকে নিযুক্ত করেছি, তুমি নিজে এখানে বসে থেকে আত্মীয় সকলকে দর্শন কর। শ্রীকৃষ্ণ নতমস্তকে মহারাজ শ্রীনন্দের আজ্ঞা সম্মান করে সকল ব্রাহ্মণদেরকে দান করলেন এবং আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে বন্ধুভাবে কৌতুহল করতে লাগলেন।

এমন সময় অন্তঃপুরের কোন প্রধান বালক ভোজনের জন্য রামকৃষ্ণকে কানে কানে বললেন এবং তা নন্দমহারাজের কর্ণগোচর হলে তিনি হস্তজোর পূর্বক সকল অতিথিদের ভোজনের জন্য প্রার্থনা করলেন। সজ্জন সকল সন্তুষ্ট হয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

অসংখ্য লোক ভোজন করতে বসলে কটু, তিক্ত, কষায় অম্ল, লবণ ও মধুর—এই ছয় রসের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে হাস্যরস সংযুক্ত হয়ে সপ্তরসে ভোক্তা ও দাতা উভয়ের মধ্যে পরিবেশিত হলো। মধুমঙ্গলের হাস্য কোলাহল শুনে মা যশোদা ঘর হতে বেরিয়ে নিজে রন্ধন করে সূর্যকান্তিমণি পাত্রে আগে যা ভোজন করেন নি সেগুলি পাঠিয়ে দিলেন। তাতেই সকল লোক হাস্যকোলাহল প্রকাশ করেছিলেন। এরূপে বহুভোজনে সকলে পরিতৃপ্ত হলেও বহুরসপূরিত কৌতুহলে পরিতৃপ্ত হন নাই। তবুও জোরপূর্বক যেন সুগন্ধ সুন্দর আচমনীয় জল দেওয়া হলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও সকলে উঠে আচমন করলেন।

উৎকৃষ্ট তাম্বুল, গন্ধলেপ, বস্ত্র, মাল্য এবং আভরণ দ্বারা সমস্ত বন্ধুগণ ও দক্ষিণা দ্বারা ব্রাহ্মণ সকলও পূজিত হয়েছিলেন। দক্ষিণা লক্ষ্য করে মধুমঙ্গল কৌতুকপূর্বক বলতে লাগলেন—" হে ব্রহ্ম পূজ্যগণ! এই দক্ষিণা প্রচুর হলেও আমাদেরকে ঈর্ষাচোখে দেখবেন না। আপনারা সকলেই ভোজন করেছেন। ভেবে দেখুন এই সমস্ত দক্ষিণা আপনাদের এক এক ব্যঞ্জনের সমতুল্য হতে পারে না।"

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ধীরে ধীরে পিতার নিকট গিয়ে সবিনয় প্রার্থনা করে বললেন—পিতঃ! আপনি সকলকে সঙ্গে নিয়ে সভামণ্ডলে গমন করুন। আর বলরাম, দাম ও সুদাম সকলেই আগতপ্রায় জানবেন। তারপর মাতৃগৃহে গমন করে মাকে বললেন, মা! ধেনুগণকে দেখবার আমরা সকলেই যাচ্ছি অনুমতি দেন। মাতার পুত্রবাৎসল্যে দুগ্ধ ক্ষরিত হচ্ছিল। তিনি বললেন—আয়ুস্মান! তোমরাই কেবল আমাদের একমাত্র জীবন, সুতরাং দেরী করো না।

যশোদার সমবয়স্কা প্রাচীন রমনীগণ সকলেই সজলনয়নে বলতে লাগলেন, বৎস্য! সেই সকল ধেনুগণ নামেই কেবল মাতা, কিন্তু এই যশোদাই তোমার যথার্থ মাতা। কেন তুমি এই যশোদার প্রতি দৃষ্টিপাত করছ না? তখন কৃষ্ণ নতবদনে কাঁদতে কাঁদতে ঈষৎ হাস্য প্রকাশ করে বললেন, হে মাতৃগণ! আমরা কি করব, তারা পশুজাতি বিবেকবুদ্ধিহীন, অথচ তাঁরা আমাকে না দেখলে তৃণমাত্র গ্রহণ করে না।

যশোদা বললেন—পুত্র ঠিকই বলেছে। আমাদের জাতি নির্দিষ্ট ধর্মানুসারে বন ছাড়া গোধন রক্ষা হয় না। আবার বালক ছাড়া গোধনের রক্ষণাবেক্ষন হয় না। গোধন ও বালক ধন এই দুই আমাদের পক্ষে বনকে গৃহ করে তুলেছে। সুতরাং বন ভিন্ন আমাদের গতি নাই।

এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যবদনে বললেন—মা! এই বনে আর কোন ভয় নাই, কেশী প্রভৃতি অসুরদের যখন বিনাশ করা হয়েছে সেই সঙ্গে ভয় চলে গেছে।

মাতা বললেন— তবে শোনা যাচ্ছে যে এখনও সেই অসুরদিগের উৎপাত রয়েছে। মৃতব্যক্তির ন্যায় সেই সেই আকার ধারণ করে তারা প্রেত শরীর পেয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণ ঈষৎ হাস্য বদনে বললেন—মা! তারা প্রেতজাতি প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু আপনার পদধূলিরাশি সেবিত ভূমি প্রাপ্ত হয়েছে। বৃন্দাবনে সকলেই মুক্তিলাভ করেছে। অতঃপর বলরামের বাহুদেশ ও চিবুক দেশ স্পর্শ করে বললেন—'আমি তোমাকে উপদেশ করছি তুমি পীতাম্বরের সঙ্গে তাড়াতাড়ি ব্রজপথে যাবে।

(ক্রমশঃ)

'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম—পরমতম পুরুষার্থ

(মিশনের বর্ত্তমান আচার্য শ্রীল ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের ইষ্টগোষ্ঠী হতে সংগৃহিত)

স্থান—শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু মিউজিয়াম অডিটোরিয়াম, কলকাতা, তাং-৩০-৩১ জানুয়ারী, ২০২১

সংগ্রাহক—ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিহারী হরিজন মহারাজ , কলকাতা

সাধারণ প্রেম কি

সাধারণত 'প্রেম' বলতে আমরা মনে করি ভালবাসা। ভারতবর্ষে ইহা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও যুবক-যুবতীর ভালবাসাকেই প্রেম বলে পরিচিত। এই সংসারে এবং জগতের পাঠ্যপুস্তকের গল্পে ব্যাঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর প্রেম, নলদময়ন্তীর প্রেম, পুরুরবা উর্ব্বশীর, বেহুলা লখিন্দর আদি বহু জনের প্রেমের কথা শুনে থাকি। সেগুলি বৈধ ও অবৈধ পুরুষ-স্ত্রীর মিলনাঙ্খাকেই লক্ষ্য করে ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের সঙ্গে এক বলে ভ্রান্ত ধারণা করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে সেগুলি নায়ক-নায়িকার পরস্পরে প্রতি আকর্ষণ ও জড়ীয়। তার মধ্যে প্রেমের মাদকতা থাকলেও তা প্রেম নয়, নিজ ইন্দ্রিয় তৃপ্তিমুলক কাম। এ জগতে প্রেম নামে অবিহিত এবং ইহা অপ্রাকৃত জগতের প্রেমের ছায়া প্রকাশ মাত্র।

(গৌড়ীয়—২।৩০)

গৌড়ীয় দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ প্রেম

কৃষ্ণপ্রেমই বিমল প্রেম। প্রেমের ধর্ম এই যে এ কোন একটি তত্ত্বকে আশ্রয় করে থাকে এবং কোন একটি তত্ত্বকে বিষয় বলে বরণ করে। বিষয় ও আশ্রয় ব্যতীত প্রেমের পরিচয় থাকে না। (চৈতন্যশিক্ষামৃত-১৩ পৃঃ)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও প্রেমের সংজ্ঞা এরূপভাবে বলা হয়েছে—

সম্যঙমসৃণিতস্বন্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে॥

(ভঃ রঃ সিঃ—১।৪।১)

অর্থাৎ অন্তঃকরণ সম্যগরূপে মসৃণিত হয়ে অতিশয় মমতাযুক্ত ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হলে পণ্ডিতগণ তাকে প্রেম বলেন। উক্ত শ্লোকে প্রেমের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দেখানো হয়েছে। সান্দ্রাত্মাই (ভাবের গাঢ়ত্বই) প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ এবং চিত্ত মসৃণ ও অতিশয় মমতা এটা প্রেমের তটস্থ লক্ষণ।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ শ্রীমদ্ভাগতের টীকায় প্রেম সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করেছেন—

সর্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণে
যদ্ভাববন্ধনং যূনো স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ॥

(ভাঃ—১০।৬০।৫১ বিঃ চঃ টীকা)

অর্থাৎ ধ্বংসের কারণ উপস্থিত হলেও সর্বথা ধ্বংসরহিত, যুবকযুবতীর এমন ভাববন্ধনকে প্রেম বলে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন—"ভগবৎ প্রীতি ও নিজের প্রীতি যেখানে একটা জিনিষ, সেখানে কোন অসুবিধা নাই। সেই অখণ্ড প্রবাহেই গৌড়ীয় দর্শন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যেখানে ঔপাধিক প্রীতি ভগবৎ প্রীতিকে আচ্ছন্ন করছে বা মোক্ষাদি প্রীতি ভগবৎ প্রীতিকে আবৃত করছে, সেখানে কৃষ্ণপ্রীতির সন্ধান নাই। ঐ প্রকার ত্রিতাপাদি ক্লেশ হতে নিবৃত্তিরূপ প্রীতির আকাঙ্খাই ধর্মপ্রীতি, অর্থপ্রীতি, অনর্থপ্রীতি, কামপ্রীতি বা মোক্ষপ্রীতি। এসমস্তই অগৌড়ীয় দর্শনের কথা। গৌড়ীয় দর্শনে কৃষ্ণপ্রীতি ব্যতীত অন্য প্রীতির গন্ধ নাই।"

(গৌড়ীয় দর্শন—নতুন বই ৯৯ পৃঃ)

মহাপ্রভু ব্রজপ্রেমের প্রচারক

মহাবদান্য শিরোমণি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে প্রেম ও কামের পার্থক্য জগতের লোকে জানত না, তারা কামকেই প্রেম বলে জানত। তিনিই আমাদের প্রেম পরাকাষ্ঠার সন্ধান দিয়েছেন। এবিষয়ে ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বলেছেন—

প্রেমা নামাদ্ভুতার্থঃ শ্রবণপথগতঃ কস্য নাম্নাং মহিম্নঃ
কো বেত্তা কস্য বৃন্দাবনবিপিন মহামাধুরীষুঃ প্রবেশঃ।
কো বা জানাতি রাধাং পরমরসচমৎকারমাধুর্যসীমা-
মেকশ্চৈতন্যচন্দ্রঃ পরমকরুণয়া সর্ব্বমাবিশ্চমকার॥

(চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্—১৩০ শ্লোক)

অর্থাৎ প্রেম রূপ পরম পুরুষার্থ কারই বা শ্রবণগোচর হয়েছিল? কেই বা শ্রীনামের মাহিমা জানত? কারই বা বৃন্দাবনের গহন মহামাধুরী কদম্বে প্রবেশ ছিল? কেই বা পরম চমৎকার অধিরূঢ় মহাভাব মাধুর্যের পরাকাষ্ঠা শ্রীবার্ষভানবীকে জানত? এক চৈতন্যচন্দ্রই পরম উদার লীলা প্রকট করে এই সমস্ত আবিষ্কার করেছেন।

প্রেম পরমতম পুরুষার্থ

মানব জীবনের প্রাপ্তির বিষয়কে পুরুষার্থ বলে। শাস্ত্রে চতুবর্গের কথা উল্লেখ আছে। ভোক্তার ভূমিকায় ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গ, এবং জ্ঞানযোগের দ্বারা প্রাপ্ত মুক্তিকে পঞ্চমবর্গ বা পুরুষার্থ বলা হয়। ধর্ম, অর্থ ও কামে যে সুখ সেটা ঐহিক ও পারলৌকিক, যা হেয় বা তুচ্ছ। এর থেকে মুক্তিতে সংসার নিবৃত্তি বা পরতত্ত্বের সাক্ষাৎকাররূপ আনন্দ, সেটা জ্ঞানীদের পরম পুরুষার্থ। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের উর্দ্ধে ভক্তিমার্গে যে প্রেম তাকে কৃষ্ণপ্রেম বলা হয়, যা ভক্তদেরপরম পুরুষার্থ। যে মুক্তি এজগতের মানবের চিন্তার শেষ সীমা, চরম প্রাপ্তি, সেই মুক্তির আনন্দ ধিকৃত হয় প্রেমানন্দের কাছে, তাই শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকে শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ পরমতম পুরুষার্থ বলেছেন।

মুক্ত-মধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি', মানি।
কৃষ্ণপ্রেম যাঁর, সেই মুক্ত-শিরোমণি॥

(চৈঃ চঃ মঃ—৮।২৪৯)

শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য করে মহাপ্রভুর বলেছেন—

বেদশাস্ত্র কহে,—'সম্বন্ধ', 'অভিধেয়', 'প্রয়োজন'।
কৃষ্ণ—প্রাপ্য সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন।
অভিধেয়-নাম-ভক্তি 'প্রেম' 'প্রয়োজন'।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহাধন॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২০।১২৪-১২৫)

উড়ুপীতে তত্ত্ববাদীগণের সাধ্য কি প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু বলেছেন-

শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় 'প্রেমা'।
সেই পঞ্চম পুরুষার্থ—পুরুষার্থের সীমা॥

(চৈঃ চঃ মঃ—৯।২৬১)

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন

অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম যেন সুবিমল হেম,
এই ফল নৃলোকে দুর্লভ॥

(ভঃ গীঃ সঃ- ৩৯ পৃঃ)

প্রেমের ব্যতীরেক সেবা

'ভগবান বুদ্ধ, আচার্য শঙ্কর প্রভৃতি মনীষিগণ শ্রীচৈতন্যপ্রেমের ব্যতীরেকভাবকে পোষণ করেছেন। শ্রীবুদ্ধ 'অহিংসা পরম ধর্ম' প্রচারের দ্বারা প্রেমের বিরুদ্ধভাবকে নিরাশ করেছেন। কারণ প্রেমের অভাবের নাম হিংসা। প্রেমে হিংসা নাই। অহিংসায় প্রেমের সকল কথা নাই কিন্তু অন্বয়-ব্যতীরেকভাবে প্রেমে অহিংসা ধর্ম অনুসৃত রয়েছে। এটা নিম্ন পর্যায়ে প্রেম। আবার শংকরাচার্য পরমগুহ্য প্রেমকে সংগোপন করবার জন্য বঞ্চনামুলক মায়াবাদ প্রচার করেছেন। এছাড়া ভারতবর্ষের চার্ব্বাক, চিনদেশের ইয়াংচু, রোমের রুক্রিসিয়াম, গ্রীকদেশের লুপিপস্ আদি সকলেই ব্যতীরেক ভাবে শ্রীচৈতন্যের প্রেমেরই পুষ্টিবিধান করেছেন।'

(শ্রীচৈতন্যদেব —২৩ পৃঃ)

প্রেম মহাধন

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

প্রেমধন বিনা ব্যর্থ দরিদ্র জীবন।
'দাস' করি বেতন মোরে দেহ প্রেমধন॥

(চৈঃ চঃ অঃ—২০।৩৭)

যখন তিনি জীব উদ্ধারের জন্য লোকশিক্ষা কল্পে উদার সন্ন্যাসলীলা প্রকাশ করলেন, তখন তিনি তাঁর নিঃসহায়া নিঃস্বা মাকে বলেছেন—

আনের তনয় আনে রজত কাঞ্চন।
আমি আনি দিব মাতা, কৃষ্ণপ্রেমধন॥

আবার রায়-রামানন্দের মুখে স্বয়ং বক্তা হয়ে জগতকে জানিয়েছেন—

সম্পত্তির মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি।
রাধাকৃষ্ণে প্রেম যাঁর, সেই বড় ধনী॥

(চৈঃ চঃ মঃ—৮।২৪৭)

প্রেম সার্বজনীন, সার্বকালিক

'কর্ম, জ্ঞান, যোগাদি সাধন সার্বজনীন নয়, একমাত্র প্রেমই সার্বজনীন। মাতৃগর্ভ থেকে শিশু কর্মজ্ঞান যোগাদি অনুশীলন করতে পারে না, কিন্তু গর্ভস্থ জীব চৈতন্যের প্রেমে দীক্ষিত হতে পারে। **মাতৃগর্ভে**—শিবানন্দ সেনের পুত্র পুরীদাস মাতৃকুক্ষিতে অবস্থান কালে চৈতন্যের কৃপা লাভ করেছিলেন। (চৈঃ চঃ অঃ—১৬।৭৩-৭৫)। **বাল্যে**— শ্রীবাসের ভাতৃপুত্রী চার বছরের শিশু নারায়ণী প্রেমে আপ্লুত হয়েছিলেন। (চৈঃ ভাঃমঃ—২।৩২৪) এছাড়া শ্রীরঘুনাথ ভট্ট, শ্রীগোপাল ভট্ট, শ্রীঅচুতানন্দ, শ্রীরঘুনন্দনের মধ্যে কৃষ্ণপ্রেমের প্রবৃত্তি দেখা যায়। **যৌবনে**—শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী পিতৃ-মাতৃ ও পত্নীপ্রেম থেকে আলাদা থেকেও চৈতন্যের প্রেমের প্রেমিক হয়েছিলেন। দুরাচারী জগাই-মাধাই চৈতন্যের প্রেমের সন্ধান

পেয়ে সকল দুরাচার চিরতরে বিসর্জন দিয়েছিলেন। নিমাইয়ে অলংকার অপরহণকারী চোর, নিত্যানন্দের অলংকার লুণ্ঠনকারী দস্যুপতি ব্রাহ্মণ ঐ প্রেমে অনায়াসে চুরীবৃত্তি ত্যাগ করে প্রেমের প্রচারক হয়েছিলেন। **প্রৌঢ়ে**—শ্রীরূপসনাতন, শ্রীরায় রামানন্দ, শ্রীসুবুদ্ধি রায় বিষয় বৈভব ত্যাগ পূর্বক গৌরহরির ভৃত্যত্ব লাভ তথা শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের প্রেমিক হয়েছিলেন। **বার্দ্ধক্যে**—শ্রীভবানন্দ রায়, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য, শ্রীকাশী মিশ্র প্রভৃতির মধ্যে গৌরের কৃপায় কৃষ্ণপ্রেম লাভ লক্ষিত হয়। **নির্যাণকালে**—শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম উচ্চারণের সঙ্গে প্রাণ উৎক্রমণ। **মুমূর্ষ অবস্থায়**—বিসূচিকা গ্রস্ত সার্বভৌমের জামাতা শ্রীঅমোঘের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা, উপদেশ ও কৃপালাভে দেবরোগ ও ভবরোগ দূর হয়েছিল। (শ্রীচৈতন্যদেব —৯৫ পৃঃ)

কাম ও প্রেমের পার্থক্য

সাক্ষাৎ চেতনে চেতনে আকর্ষণই—'প্রেম', আর জড়ে জড়ে আকর্ষণ---'কাম'। কলিযুগোপাবনাবতারী শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কাম ও প্রেমের সংজ্ঞা দিয়েছেন—

কাম, প্রেম,—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম।
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য মাত্র প্রেম র্ত প্রবল॥
অতএব কাম প্রেমের বহুত অন্তর।
কাম—অন্ধতম, প্রেম নির্মল ভাস্কর॥

(চৈঃ চঃ আঃ—৪।১৬৪-১৬৬, ১৭১)

এ সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

মুখে বল, প্রেম প্রেম, বস্তুতঃ ত্যজিয়া হেম
শূন্য গ্রন্থি অঞ্চলে বন্ধন॥
কামে প্রেমে দেখ ভাই লক্ষণেতে ভেদ নাই
তবু কাম প্রেমে নাহি হয়॥

(ভঃ গীঃ সঃ- ৩৯ পৃঃ)

'জীবপ্রেম' ও 'বিশ্বপ্রেম'

বর্ত্তমানে আমরা 'জীবপ্রেম', 'বিশ্বপ্রেম' কথাগুলি অধিক শুনতে পাই। কিন্তু যদি শ্রীচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত প্রেমের কথা আমরা শুনি তাহলে দেখতে পাই জীবপ্রেম ও বিশ্বপ্রেম এর মধ্যে অপস্বার্থপরতা ও হিংসা বৃত্তি লুকায়িত আছে। শ্রীচৈতন্যদেব যে প্রেমের কথা বলেছেন তাতে পূর্ণবস্তু কৃষ্ণের সন্তোষবিধানের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে বা অন্তরে কৃষ্ণকে নির্বাসিত করে যে 'জীবপ্রেম', 'বিশ্বপ্রেম', তার দ্বারা জগতের লোকের সমবেদনা ও চিত্ত আকর্ষণ করতে পারে সত্য তাতে প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধপ্রেমের অভাব এবং জীবের অমঙ্গল নিহিত রয়েছে। কারণ জীবে জীবে প্রেম হয় না, সেটি কেবল ভগবানের সঙ্গেই সম্ভব।

(শ্রীচৈতন্যদেব —১৩ পৃঃ)

নবধাভক্তি সাধনে প্রেমলাভ

'পূর্ব পূর্ব যুগে এই জগতে ভক্তির কথা প্রচারিত হয়েছে। এমনকি হিরণ্যকশিপুর মত পরাক্রমশালী দৈত্য প্রহ্লাদকে হরিভজনে শত বাধা প্রদান করলে প্রহ্লাদ মহারাজ বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, পাদসেবন, অর্চন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবধা ভক্তিকে সর্বোত্তম অধ্যয়ন বলে স্বীকার করেছেন। রাম-নৃসিংহ আদি অবতারগণ সকলে জগতে নবধা ভক্তির বিভিন্ন ভক্ত রেখে গেছেন। যাঁকে ভাগবত 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং বলেছেন, যাঁকে ব্রহ্ম সংহিতা 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ 'বলেছেন, সেবার ষোলকলা যাতে পূর্ণতা লাভ করেছে, সেই পূর্ণতম কৃষ্ণের প্রেমের কথা জগতে গল্পের মতো শোনা যেত, জড়কামের সাম্যে বিচারিত হত। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব দেখালেন নবধাভক্তি সাধনে প্রেমলাভ এবং ঐরূপ সাধনেও প্রেম বিনা ফললাভ অসম্ভব।' (শ্রীচৈতন্যদেব —৬ পৃঃ)

প্রেমের বিপরীতভাবও প্রেমের পুষ্টিকারক

'প্রেমের বিপরীতভাবও প্রেমের পোষকতা ও ঔজ্জল্য বিধান করে। কৃষ্ণলীলায় কংস, জরাসন্ধ, অভিমন্যু প্রভৃতি চন্দ্রাবলী, শৈব্যা, জটিলা, কুটিলা প্রভৃতি রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে ব্যতীরেকভাবে উজ্জ্বলরূপেই প্রকাশ করেছে। এমনকি গোলোক কংস, অভিমন্যু প্রভৃতির বাস্তব সত্তা না থাকলেও সেই ভাবগুলি নিত্য প্রকাশ থেকে কৃষ্ণপ্রেমের ঔজ্জল্য বিধান করছে। যে বিরহ এ জগতে যন্ত্রণাদায়ক, সেই বিরহও প্রেমের রাজ্যে পরমানন্দপ্রদ এবং নবনবায়মান রূপে ঘনীভূত আনন্দ দানে প্রেমের পুষ্টিকারক।'

সেজন্য শ্রীচৈতন্যদেব বলেছেন—

বাহিরে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত্র॥
এই প্রেমা আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।

সেই প্রেমা যাঁর মনে, তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২।৫১)

(শ্রীচৈতন্যদেব —২৯-৩০ পৃঃ)

প্রেম লাভের ক্রম

শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গো অথ ভজনক্রিয়া।
ততো অনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানাময়ং প্রেমণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥

(ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ৪।১০)

এ সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃত বলছেন —

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব 'সাধুসঙ্গ' করয় ॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ-কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ নিবর্ত্তন ॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈলে ভক্তি 'নিষ্ঠা' হয়।
নিষ্ঠ হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর ॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম।
সেই 'প্রেমা' প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—২৩।৯-১৩)

সাধন ভক্তি যখন রুচিময়ী হয়ে পড়ে, তখন আর তাতে শাস্ত্র-শাসন বা বৈধীভক্তির পরাক্রম থাকে না, তখন স্বাভাবিকী আসক্তি এবং আসক্তি হতে কৃষ্ণে প্রীতি অঙ্কুর স্থায়ীভাবে উদয় হয়। সেই রতি গাঢ়ভাব প্রাপ্ত হলে প্রেমরূপে পরিণত হয়। সাধনভক্তি পূর্বার্দ্ধে শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ, ভজনক্রিয়া ও অনর্থনিবৃত্তি পর্যন্ত চারপ্রকার এবং উত্তরার্দ্ধে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব পর্যন্ত চারপ্রকার, ভাবভক্তি বা স্থায়ীভাব চারপ্রকার সামগ্রীর সম্মেলনে অপ্রাকৃত রসোদয়ে প্রেমভক্তির উদয় করায়।

(শ্রীচৈতন্যের প্রেম—৫৯ পৃঃ)

প্রেমের প্রতিশব্দ বা প্রতিদ্বন্দ্বী নাই

'যেমন কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তুতে প্রেম প্রযুক্ত হতে পারে না, তেমনি প্রেম শব্দটি এমন যে অন্য কোন প্রতিশব্দ দিয়ে প্রেমকে বোঝানো যায় না। খৃষ্টধর্ম যাঁকে 'লাভ' বলে, যাবনিক ধর্ম যাঁকে 'এক্স' বলে তা কৃষ্ণের প্রেম বা চৈতন্য প্রদর্শিত প্রেমের তাৎপর্য কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। পরমেশ্বরের পুত্রত্ব বিচার খৃষ্টধর্মে নাই, পরমেশ্বরের কেবল পিতৃত্ব বিচারে একটা দাস্যভাবমাত্র থাকলেও সেখানে প্রেমের অভাব। প্রেম এমন একটা অপূর্ব জিনিষ তা প্রেমিকের অবস্থানকে প্রেমাস্পদের অবস্থান হতে উচ্চতর করে রাখে। পরমেশ্বরকেও প্রেমিকের পাল্যরূপে পরিণত করতে পারে—একমাত্র প্রেম। খৃষ্টধর্মে এই অসম্পূর্ণতা আছে বলে তাঁদের ভগবানের প্রতি 'লাভ' শব্দ 'প্রেম' শব্দে সমকক্ষ হতে পারে না। আবার হাফেজের 'এক্স' ভাব বর্ণন দেখলেও মনে হয় যে শুদ্ধ চিৎবস্তুর সঙ্গে পূর্ণচেতন বস্তুর যে স্বাভাবিক রুচি তা সেখানে 'এক্স' পদের বাচ্য হতে পারে নি। তাঁরা কখনও স্থুলদেহের, কখনও লিঙ্গদেহের মমতা বা মোহকে 'এক্স' বলে বর্ণন করেছেন।'

(শ্রীচৈতন্যের প্রেম-৭৯ পৃঃ)

প্রেমিক সাধকের লক্ষণ

প্রেমের প্রথম অবস্থায় যে ভাব, তাঁর অঙ্কুরমাত্র যাঁর হৃদয়ে উপস্থিত তাঁর নয়প্রকার লক্ষণ দেখা যায়। যথা—১। ক্ষান্তি—ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হলেও ক্ষোভিত না হওয়া, ২। অব্যর্থকালত্ব—শ্রীকৃষ্ণের সেবা ব্যতীত একমুহূর্ত্ত বৃথা সময় যাপন না করা, ৩। বিরক্তি—কৃষ্ণ সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য বস্তুতে বৈরাগ্য, ৪। মানশূন্যতা—মানের হেতু থাকলেওমানহীন হওয়া, ৫। আশাবন্ধ—শ্রীকৃষ্ণের সেবা নিশ্চয়ই লাভ করব এরূপ দৃঢ় আশা, ৬। সমুৎকণ্ঠা—,৭। নাম গানে সদা রুচি—সর্বদা নাম গানে রুচি, ৮। আসক্তি তৎ গুণাখ্যানে—ভগবানের গুণকীর্ত্তনে আসক্তি, ৯। তৎ বসতি স্থানে প্রীতি—ভক্তের বসতি স্থানে নিরন্তর সেবাবুদ্ধিতে বাসের জন্য প্রীতি।

(শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত—১ম বৃষ্টি, সপ্তম ধারা, ৬৭ পৃঃ)

প্রেমের প্রকটোদয় কালে সাধকের চারটি লক্ষণ দেখা যায়। যথা-—১। ইষ্টে পরম আবেশ, ২। সর্বাবস্থায় সেই ভাবের স্থিতি, ৩। পরমানন্দ পূর্ত্তি, ৪। নিজ সঙ্গ সংসর্গাদি দ্বারা অন্য দুঃখীরও পরমানন্দ বিধানে সামর্থ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীপ্রেমিকের লক্ষণ বিষয়ে বলেছেন—

যাঁর চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তাঁর বাক্য, ক্রিয়া, মুদ্রা, বিজ্ঞেহ না বুঝয় ॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৩।৩৫)

কৃষ্ণ প্রেমিকের দম্ভ নাই রয়েছে দীনতা।
প্রেমের স্বভাব—যাঁহা প্রেমের সম্বন্ধ।
সেই মানে,—'কৃষ্ণে মোর নাহি' প্রেম গন্ধ'॥
(চৈঃ চঃ অঃ ২০।২৮)

প্রেমের বিভাগ

রসভেদে শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমকে পাঁচভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্ত প্রেমিক—নবযোগেন্দ্র, সনকাদি। দাস্য প্রেমিক—গোকুলস্থ রক্তক, পত্রক, চিত্রকাদি; দারুক (দ্বারকাপুরী), বৈকুণ্ঠস্থ দাসগণ ও হনুমানাদি লীলাদাসগণ; সখ্যপ্রেমিক---শ্রীদামাদি গোপবালকগণ এ ভীমার্জ্জুনাদি; বাৎসল্য প্রেমিক—মাতাপিতা ও অন্যান্য গুরুজনগণ; মধুর প্রেমিক—ব্রজে গোপীগণ, পুরে মহিষীগণ, লক্ষ্মীগণ। প্রেমের তারতম্য বিচারে মধুর প্রেম শ্রেষ্ঠ। মধুর রস আবার স্বকীয়া ও পারকীয়া ভেদে দুইপ্রকার। পারকিয়া প্রেম সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ ভেদে দ্বিবিধ।

রতিভেদে ইহা ত্রিবিধ। এ সম্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—"সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থাভেদে প্রেম বা রতি তিন প্রকার। গোকুল দেবীগণের রতি সমর্থা। মহিষীগণের রতি সমঞ্জসা। কুব্জায় সাধারণী রতি দেখা যায়। রতি সর্ব অতিক্রমি সামর্থ্যপ্রযুক্ত সমর্থ নাম প্রাপ্ত হয়। ইহা গাঢ় সর্ববিস্মরণকারিণী শক্তিবিশিষ্টা, বিরুদ্ধভাব দ্বারা অভেদ্যরূপে দৃঢ়া হলে তা প্রেম নাম পায়। প্রেম ক্রমে নিজ মাধুর্য প্রকাশ করিয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবরূপ ধারণ করে।"
(শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত-৩৮৫ পৃঃ,গৌড়ীয় ২১ বর্ষ, ২-৪ সংখ্যা, ভঃ রঃ সিঃ পঃ বিঃ ২য় লহরী ও বৃহদ্ভাগবতামৃত—১।৭।৭৫) ❑

শ্রীগুরুচরণে প্রণতি

বৃন্দাদাসী—বীরভূম

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজ ও অন্যান্য বৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে এবং তাঁদের কৃপা প্রার্থনা করে, আজ গৌড়ীয় মিশনের পূর্বতন আচার্য্য মদীয় গুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ৭৪ তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে তাঁর অমৃতময় বাণী স্মরণ দ্বারা তাঁর কোটি চন্দ্র সুশীতল শ্রীচরণ কমল বন্দনা করতে প্রয়াস করছি।

তাঁর সাক্ষাৎ উপস্থিতি কালে এই তিথি পূজাকে কেন্দ্র করে আমরা হৃদয়ে যে উন্মাদনা অনুভব করতাম আজ তা কিছুটা হলেও সীমিত হয়েছে। কেননা আজ তিনি আমাদের বর্হির্দৃষ্টির অন্তরালে নিত্যলীলায় অবস্থান করছেন এবং সেখান থেকেই ভজন অনুরাগী শিষ্যবর্গকে পালন করছেন, যা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। তাই আজ আমরা তাঁর আবির্ভাব তিথিতেও যেন বিরহ উৎসবই পালন করছি। কিন্তু জগৎ জীবের মঙ্গলের জন্য ভক্ত ভগবানের যে প্রপঞ্চ লীলা-এর কখনো অবসান হয় না। শাস্ত্র বলছেন—

"এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ।
আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র কহে বেদ॥"
(চৈঃ ভাঃ আঃ ৩।৫)

প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব, ভগবৎ আবির্ভাব -এগুলো একটা তিথিকে কেন্দ্র করে হলেও নিজ হৃদয়ে যতক্ষণ তাঁদের আবির্ভাব না হয় ততক্ষণ আবির্ভাব পূজাটা যেমন একটা বাহ্যিক উৎসব হয়, তেমনই 'বিরহ' কথাটারও তাৎপর্য্য থাকে না। অদর্শন তারই হয় যার দর্শন হয়েছে।

তথাপি সাধক ভূমিকায় এইসব উৎসব পালনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এর দ্বারাই আমাদের সাধন হয়ে যায়। আমাদের গুরুবর্গ এই সব তিথিবরাকে আরাধনা করার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে দেন যে—গুরু বৈষ্ণব মুখে ভক্ত-ভগবানের গুণাবলী শ্রবণ কীর্ত্তনের সুযোগ আসে।

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম 'সাধ্য' কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়।।"
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১০)

সেই নির্মল হৃদয়ে শ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব হলে তা নিত্যকালের ভূমিকাই হয়। শ্রীগুরুদেবের বাহ্যিক অদর্শনটা শিষ্যকে তখন আর অন্ধকার পথে চালিত করতে পারে না।

শ্রীগুরুদেবের অমৃতময় বানীর আলোকই তাকে শ্রীভগবৎ পাদ-পদ্মে পৌঁছানোর পথ দেখায়।

শ্রীল গোস্বামীপাদ আমাদেরকে জগতের বহির্মুখ চিন্তাধারা থেকে তুলে এনে ভগবন্মুখী করবার জন্য দীর্ঘ ২৬ বৎসর কাল আচার্য্য লীলা করলেন, জগতে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন আচরণের মুখোমুখী হয়েও। অধিকারী বৈষ্ণবদের শ্রীমুখে শ্রবণ করেছি কিভাবে তিনি তৃণাদপি সুনীচ হয়ে ''কীর্ত্তনীয় সদাহরি'' বাক্যের নিদর্শন রেখেছেন।

জগৎ জীবের মঙ্গলের জন্য তিনি তাঁর অমৃতময় 'হরিকথা' ও 'কীর্ত্তনাবলী' রচনা করে যে সার শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যদি তার মূল্যায়ন করতে শিখি তবে প্রকৃত অর্থে তাঁর শিষ্য অভিমান করতে পারব।

ভগবান অনেক অনেক স্বরূপে জগতে আবির্ভাব লীলা করেছেন। তাঁদের মধ্যে কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগুরুদেবের ইষ্টদেব ছিলেন। তাঁর রচিত কীর্ত্তনাবলীতে উদার গৌরের গুণপনা বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হয়েছে। কিন্তু শরণাগতি যে ভক্তি জীবনের মূল সোপান তা তিনি সর্বক্ষণ দেখিয়েছেন। তাঁর সম্মুখে বৈঠকী কীর্ত্তনকালে। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত শরণাগতি, যামুনভাবাবলী কীর্ত্তন সর্বপ্রথম করাতেন নিয়ম করে। একদিন, কলকাতা মঠে গুরুদেবের ভজন কুটীরে বৈঠকী কীর্ত্তনের সময় ''তুমিতো দয়ার সিন্ধু কীর্ত্তনটা করতে আদেশ করেছেন। কীর্ত্তন হয়ে গেলে সেবক বললেন, হয়ে গেছে। তখন গুরুদেব বললেন 'শুরুই হল না—শেষ হয়ে গেল।' অর্থাৎ হৃদয়স্পর্শী হয়নি। তাই তিনি কীর্ত্তনটা আবার করতে বললেন। কীর্ত্তন ছিল তাঁর প্রাণের সম্পদ। প্রাণের রস মাখিয়ে তিনি তা আস্বাদন করতেন এবং শিষ্যদের সেই শিক্ষা দিতেন আর্তি না থাকলে শরণাগতি কীর্ত্তন হয় না, তাতে ভগবানের সুখ হয় না।

শ্রীগুরুদেব তাঁর উপদেশ মুখে আমাদের কাছে থেকে কিরকম জীবন আশা করেছেন—সেটাই আমাদের সাধন হওয়া দরকার। তিনি একস্থানে বলেছেন,—

''সব অভিযান জড় এসব ভাবিয়া কবে মুঞি শুদ্ধ হব।
ষড় গোস্বামীর জীবন আদর্শ কবে বা আমি পাব ॥
মুখর জগৎ কবে আমার অপ্রয়োজন মনে হবে।
রহিয়া রহিয়া তোমার পরশ তোমার কৃপাই পাব ॥''

কিন্তু হে গুরুদেব, আমার মত নিম্ন ভূমিকায় এসব কথা উচ্চারণের যোগ্য নয়। তথাপি আমার জীবনের গতি কেমন হলে আমি নিত্য মঙ্গলের পথে যেতে পারব, এবং সেভাবে নিজেকে শোধন করবার মানসে আপনার বাণী কিছু স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম। আজকের এই শুভ মুহূর্তে আপনার অপার কৃপা প্রার্থনা করি যাতে — আপনার অমৃতময় বাণীর আলোকে হৃদয় আলোকিত হয়, যেখানে জড়ীয় দর্শন দূরীভূত হয়ে প্রকৃত দর্শন লাভ হবে।

'এমনভাগ্য কতদিনে হবে তোমার নাম গাব।
নিরন্তর তোমার সেবায় মাতি ভুল নহে যেন কভু ॥''

নির্যান সংবাদ

শ্রীমতি বীনাপানি দাসী

ভগবান যেরূপ সৃষ্টিলীলা বিস্তার পূর্বক স্বরূপ বিস্মৃত ও স্বসুখ বাসনাগ্রস্ত জীবের নিমিত্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ডরূপী ভোগাগার তৈরি করেন, তদ্রূপ তাঁর কৃপালীলারও অন্ত নেই। তাঁর এমনই কৃপা যে এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে নিজ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ কর্ত্তৃক প্রকটিত নিজ আবাস স্থান বৈকুণ্ঠ নির্মান পূর্বক অনন্ত সেবা বিস্তার করে থাকেন। সেটাই প্রপঞ্চাতীত ভৌম-বৈকুণ্ঠ নামে পরিচিত। ভাগ্যবান জীব এই ভৌম-বৈকুণ্ঠে সেই ভোগীকূল চুড়ামনির ভোগের ইন্ধন রচয়িতার অনুগমন পূর্বক নিজ জীবন কৃতকৃতার্থ করে থাকেন। গৌড়ীয় মিশন রূপী এই ভৌম-বৈকুণ্ঠের একজন একনিষ্ঠ সেবিকা ছিলেন শ্রীমতি বীনাপানি দাসী। আজ আমরা সকলেই অত্যন্ত মর্মাহত আমাদের পরম শ্রদ্ধেয়া, পরম আদরণীয়া, পরম পূজনীয়া সেই বীনাদির বিরহে।

শ্রীমতি বীনাপানি দাসী যিনি পূর্বাশ্রমে বৃন্দাদেবী দাসী নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশে অবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি সরল শান্ত স্নিগ্ধ ও পরমাসুন্দরী

ছিলেন। পিতা মাতার আদরের কন্যা বৃন্দাদেবীর বিবাহ হয় এক ধনি পরিবারে কাঞ্চন বরণ, দীর্ঘদেহী, সরলতায় পূর্ণ শ্রীক্ষিতীশরঞ্জন ঘোষ মহাশয়ের সাথে (যিনি পরবর্তী কালে গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম প্রচারক শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর সাগর মহারাজ নামে পরিচিত)। ধনী এবং অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত পরিবারের বধু হওয়া সত্বেও তিনি ছিলেন সরল উদার হৃদয় এবং নিরহঙ্কারী। শ্রীক্ষিতীশরঞ্জন ঘোষ মহাশয় ব্যবসায়ি হওয়া সত্বেও গৌড়ীয় মঠের সাধু সন্ন্যাসীর দর্শনে আকৃষ্ট হয়ে শ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔড়লোমী গোস্বামী শ্রীল গুরুমহারাজের চরনাশ্রয় করে সন্ন্যাস জীবনে ব্রতী হলে সতীসাদ্ধী স্ত্রী বীনাপানি দেবী নিজ পতির অনুগমন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। তাই দুইজনেই ১৯৬৪ সাল থেকে মিশনের সেবায় সর্বান্তকরনে যোগদান করেন। ঠাকুরের রন্ধন সেবা, মালাগাঁথা, ও বৈষ্ণব সেবায় তাঁর নিষ্ঠা অপ্রতিহত ছিল। তিনি বার্ধক্য দশা পর্যন্ত নিষ্ঠা পূর্ব্বক ঠাকুরের ক্ষীরভোগ রান্না করতেন, এত সেবা করেও তিনি পাঠ কীর্ত্তন শ্রবন করাতে কোনপ্রকার আলস্য করতেন না। তিনি ভক্ত ভগবানের সেবাগত প্রাণা ছিলেন। এই ভাবে সেবা করতে করতে অত্যন্ত বার্ধক্য বসত প্রায় ৯০ বয়স হওয়ায় বিগত ৮।২।২১ তারিখে শ্রীহরিবাসর তথা উৎপন্না একাদশী তিথিতে বেলা ১১ টার সময় হরি স্মরন করতে করতে অপ্রকট লীলা করেন। তাঁর বিরহ উৎসবে **শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের উক্তি**—বৈষ্ণব চরিত্র অপ্রাকৃত সদা, বৈষ্ণব চিনিতে নারে দেবের শকতি, প্রায় ৫০ বৎসর যাবত কোন প্রতিষ্ঠা নয়, শরীর নয়, যেন আত্মা দিয়ে সেবা করে গেছেন। তাঁর সেবার আদর্শ আমাদের সকলের অনুসরনীয় হোক্ এই প্রার্থনা জানাই তাঁর চরনে।

প্রচার প্রসঙ্গ

তাং ২২-০১-২১, ২৩-০১-২১ হাওড়া জেলা ৫৪ গেট স্থিত রঘুনাথপুর গ্রামের শ্রীদীননাথ দাসাধিকারীর বাসভবনে শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর ও তাঁর পার্ষদবৃন্দ সহ উপস্থিত হন। তথায় প্রায় ৩০০ জনেরও অধিক স্থানীয় ভক্তগণ হরি সংকীর্ত্তন করে সাদরে আভ্যর্থনা করেন।

শ্রীদীননাথ দাসাধিকারীর নিজ নাট্য মন্দিরে শ্রীল গুরুদেবের আরতী করা হয় এবং কিছু প্রাচীন মহাজন কীর্ত্তন করা হয়। তথায় ৮ জন হরিনাম গ্রহণ করেন।

বিকাল ৫ ঘটিকা হইতে জয়ধ্বনি সহযোগে কীর্ত্তন শুরু হয়। অতঃপর শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ। প্রসঙ্গে কিছু হরিকথা পরিবেশন করেন।

জীবস্য যঃ সংসরত বিমোক্ষনং
মানব জীবন হরিভজন ছাড়া বৃথা ॥

তারপর শ্রীল গুরুদেব ভক্ত্যাদ্দেশ্যে বলেন—কৃষ্ণ উদ্ধবকে বলছেন—

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্ত কর্ম্মা
নিবেদিতদাহমৃতত্বং বিচিকীষিতো মে।
তদাহমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
মায়াত্মাভূয়ায় চ কল্পতে বৈঃ ॥

(ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

যে কালে মনুষ্য সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ পূর্বক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেন, তৎকালে বিশিষ্ট কর্তৃরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার জন্য ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হওয়া থাকেন।

তাং ২৪-০১-২১—কোলকাতা হইতে পার্ষদবৃন্দ সহ শ্রীগুরুদেব দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার দূর্গাপুর (দঃ) উপস্থিত হন। প্রায় ৪৫০০ ভক্তের সমাগম। স্থানীয় ভক্ত শ্রী মিহির মণ্ডল মহাশয়ের বাস ভবনে উপস্থিত হন। প্রায় ৩০ জনের হরিনাম গ্রহণ করেন আর সভায় ৪৫০০ জন ভক্তের সমাগম হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শ্রীল গুরুদেব ভাগবতের একটি শ্লোক

তুলে ধরলেন—

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ।
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যৎলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং।
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগৃালভক্ষ্যে॥

(ভাঃ ২।৭।৪২)

সেই অনন্ত ভগবানই যাঁহাদের প্রতি কৃপা করেন, তাঁহারা যদি কায়মনোবাক্য নিষ্কপট হইয়া ভগবানের চরণে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে সেই দুস্তরা দৈবী মায়ার পারে গমন করিতে পারেন এবং মায়ার বৈভবও জানিতে পারেন। এই সকল শরণাগত ভক্তগণের কুকুর শৃগালভক্ষ্য দেহে আমি ও আমার বুদ্ধি নাই।

তাং ৩-২-২১—শ্রীকৃষ্ণ নগর (২৪ পরগনা) নিবাসী শ্রী শচী সুনু দাসাধিকারীর শ্রীজনভাগবত আশ্রমে উপস্থিত হন শ্রীল গুরুদেব ও তাঁর পার্ষদগণ। প্রায় ২ হাজার ভক্তের মাঝে শ্রীল গুরুদেবের আরতী ও নগর সংকীর্ত্তন প্রায় ৪৫ জনার হরিনাম ও দীক্ষা গ্রহণ করেন।

তাং ১২-২-২১ বীরভূম জেলার অন্তর্গত মূলশীর্ষ গ্রামে শ্রীরূপ ভাগবত আশ্রমে উপস্থিত হন শ্রীল গুরু গোস্বামী ঠাকুর। বহু স্থানীয় ভক্ত সামনে শ্রীলশুকদেব—

এতবানেব লোকেহস্মিন পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥

(ভাঃ ৬।৩।২২)

নাম সঙ্কীর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীভগবান বাসুদেবে যে ভোগযোগ, —এই পর্যন্তই ইহ-জগতে জীব সকলের পরমধর্ম বলিয়া কথিত।

প্রায় ২০০০ ভক্তের প্রসাদ বিতরণ হয়।

তাং ১৩-২-২১—বোলপুর নিবাসী শ্রীদুলাল প্রভুর বাসভবনে শ্রীল শুকদেব, শ্রীপাদ হরিজন মহারাজ ও ব্রহ্মচারীগণ তথায় উপস্থিত হন। জয়ধ্বনী ও প্রাচীন মহাজন কীর্তনযোগে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

"তোমার ইচ্ছায় মোর ইচ্ছায় মিশাইল"

(শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর)

এই প্রসঙ্গে কিছু উপদেশমূলক কথা পরিবেশন করেন শ্রীল গুরুদেব আর তথায় প্রায় ১৫০ জন ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন ও ৪ জন হরিনাম গ্রহণ করেন।

শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রচারসূচী, ২০২১

০৭-০৩-২০২১	—	দিবাকার হালদারের বাড়ী (ক্যানিং)
১০-০৩-২০২১	—	গোদ্রুম যাত্রা
০২-০৪-২০২১	—	কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তন।

গৌড়ীয় মিশন বাগবাজারে ২৪শে জানুয়ারী, ২০২১-এ আয়োজিত জৈবধর্ম গ্রন্থের (১-৩ অধ্যায়) পরীক্ষার ফলাফল

	নাম	নম্বর		নাম	নম্বর
১)	মুরারী হরি দাস	৯২	৯)	ব্যাসদেব গায়েন	৪৬
২)	শ্যামলকৃষ্ণ দাস	৯০	১০)	দামোদর দাস	৪১
৩)	জয়শী রায়	৮৫	১১)	গৌরসুন্দর দাস	৪২
৪)	চিরদীপ কর	৮৩	১২)	সুরবন্ধু দাস	৪০
৫)	নয়নানন্দ পাহাড়	৮২	১৩)	অনন্তদেব দাস	৪০
৬)	দুঃখহরণ দাস	৬৪	১৪)	কেশবানন্দ দাস	৩৭
৭)	রামপ্রসাদ সোম	৬১	১৫)	শ্রীপতি দাস	৩৭
৮)	শুকদেব গায়েন	৫৪			

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা

শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব মহোৎসব ও শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা প্রদর্শনী

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী গোস্বামী মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি গোস্বামী মহারাজ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া আগামী **২রা চৈত্র, ১৪২৭ (১৬ মার্চ, ২০২১) মঙ্গলবার হইতে ১৫ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৯ মার্চ, ২০২১) সোমবার পর্য্যন্ত নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ বৈষ্ণব সঙ্গে হরিকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা,** শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎ পার্ষদগণের লীলাস্থলী দর্শন, পতিতপাবনী গঙ্গায় স্নানাদি শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবেন এবং **১৪ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৮ মার্চ, ২০২১) রবিবার কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের শুভাবির্ভাব তিথি** অহোরাত্র-ব্যাপী শ্রীহরিসংকীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে সপ্তাহ কালব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা, পারমার্থিক প্রদর্শনী ও ভক্তিগ্রন্থ পারায়ণ, সাধু-বৈষ্ণব সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রদ্ধেয় সজ্জনবৃন্দ আপনাদিগকে সবান্ধব এই শ্রীগৌরধাম পরিক্রমায়, শ্রীগৌর জন্মোৎসবে এবং পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। স্বয়ং যোগদানে অসমর্থ হইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ ঘটিবে।

নিবেদন ইতি—
সজ্জন কিংকরাভাস
শ্রীভক্তিপ্রমোদ পুরী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

মহোৎসব পঞ্জী

২রা চৈত্র, ১৪২৭ (১৬ মার্চ, ২০২১) মঙ্গলবার হইতে
৮ই চৈত্র, ১৪২৭ (২২ মার্চ, ২০২১) সোমবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা কীর্ত্তন।

৮ই চৈত্র, ১৪২৭ (২২ মার্চ, ২০২১) সোমবার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমার শুভ মঙ্গল অধিবাস হরি সংকীর্ত্তনোৎসব

৯ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৩ মার্চ, ২০২১) মঙ্গলবার পরিক্রমার প্রথম দিবস

শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ।

● সিমুলিয়া ● শরডাঙ্গা ● শোনডাঙ্গা ● মেঘারচর ● বেলপুকুর বা বিল্বপুষ্করিণী ● শ্রীশচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পাট ● বামনপুকুর ● চাঁদকাজীর সমাধি ● রুদ্রপাড়া ● শঙ্করপুর ● নিদয়াঘাট ● শ্রীমাধাইর ঘাট ও শ্রীধরাঙ্গন ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি পরিক্রমা।

১০ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৪ মার্চ, ২০২১) বুধবার পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ

● কুলিয়া—বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপ ● প্রৌঢ়মায়া (পোড়ামাতলা) ● শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর ও সমাধি ● রাহুতপুর ● চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির ● সমুদ্রগড় ও বিদ্যানগর—শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির স্থান পরিক্রমা।

১১ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৫ মার্চ, ২০২১) বৃহস্পতিবার পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুম দ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ।

● গাদিগাছা ● হংসবাহন ● গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম ● শ্রীসুরভিকুঞ্জ ● শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ● শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির ● সুবর্ণ-বিহার ● অলকানন্দা ● মহাবারাণসী ● শ্রীহরিহরক্ষেত্র ● শ্রীনৃসিংহপল্লী পরিক্রমা। **শ্রীআমলকী একাদশীর ব্রতোপবাস।**

১২ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৬ মার্চ, ২০২১) শুক্রবার পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও মোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ

● জান্নগর—জহ্নুমুনির তপস্যার স্থান ● মামগাছি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট ● সিদ্ধবকুলতলা শ্রীসারঙ্গমুরারির শ্রীপাট ● শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোপীনাথ দর্শন। **দিবা ৮।২২ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের তিরোভাব।**

১৩ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৭ মার্চ, ২০২১) শনিবার পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীমায়াপুর (শ্রীঅন্তর্দ্বীপ) পরিক্রমণ

(শ্রীযোগপীঠ-মন্দির ● শ্রীনৃসিংহ-মন্দির ● শ্রীবাসাঙ্গন ● অদ্বৈতভবন ● শ্রীমুরারিগুপ্তভবন ● শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন ● শ্রীচৈতন্যমঠ ● শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি ● শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধি ● বল্লালদীঘি পরিক্রমণ।) সন্ধ্যায় শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব ও শ্রীগৌরজয়ন্তীর শুভ অধিবাস।

১৪ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৮ মার্চ, ২০২১) রবিবার

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর ব্রতোপবাস ● পূর্ণিমা অহোরাত্রব্যাপী শ্রীহরিকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সংকীর্ত্তনৈক পিতা **শ্রীশ্রীমদ্ গৌরহরির আবির্ভাব তিথি আরাধনা** ● ভক্ত সম্মেলন ● শ্রীগৌরমহিমা সূচক বক্তৃতা ● শ্রীগৌরলীলা গ্রন্থপাঠ ও পারায়ণ ● প্রদোষে **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা ও রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-প্রদর্শন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।**

১৫ই চৈত্র, ১৪২৭ (২৯ মার্চ, ২০২১) সোমবার

দিবা ৯।৪০ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রতের পারণ।

সর্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব সমাপ্তি।

দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে এই পঞ্জী পরিবর্ত্তন যোগ্য

আবশ্যক সূচনা

(১) পরিক্রমায় যোগদানকারী সকল ভক্ত ও যাত্রীগণের নিকট নিবেদন দ্রব্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সহৃদয় ভক্তগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

(২) যাত্রিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, গামছা, ঘটি, বাটি, টর্চ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে আনিবেন। বিনা টিকিটে ধামবাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না।

(৩) যাঁহারা পরিক্রমা অধিবাসের দুই-তিনদিন পূর্বে অথবা গৌরকথা সময় হইতে গোদ্রুমে আসিবেন তাঁহাদের সেবানুকূল্য অধিক দিতে হইবে।

পথের পরিচয় ঃ বাহিরের যাত্রিগণ ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর সিটি জংসনে নামিয়া অটোরিক্সা যোগে অথবা হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীনবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া ১০ মিনিটে স্বরূপগঞ্জ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিবেন।

-ঃ আনন্দ সংবাদ ঃ-

সুধী ভক্তবৃন্দের কাছে বিশেষ নিবেদন শ্রীগোদ্রুমস্থিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে 'মহাপ্রসাদ সেবালয়' নির্মাণ কার্য শুরু হয়েছে। ধাম পরিক্রমণের অধিবাস দিবসেই তা উদ্বোধন হইবে। উক্ত মহাপ্রসাদ সেবনালয় নির্মাণ করিতে প্রায় ৩ কোটি টাকা অর্থের প্রয়োজন। সকল ভক্তবৃন্দ মুক্ত হস্তে দান করুন। কেহ নিজ পিতা-মাতা বা প্রিয়জনের নামে প্রস্তর ফলক প্রদান করিতে চাহিলে সেরূপ ব্যবস্থাও রহিয়াছে।

নির্মাণের জন্য অর্থাদি, Bank Cheque অথবা Draft, NEFT এ পাঠালে অনুগ্রহ করিয়া "Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Gaudiya Math, United Bank Of India IFSC Code No. UTBIOSWA-916.A/C No. 0226010103368"—এই নামে উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইবেন। আয়কর বিভাগের ৮০ জি ধারায় উহা আয়কর মুক্ত হইবে।

যোগাযোগ ঃ পূজ্যপাদ ভক্তিআশয় আশ্রম মহারাজ (মোঃ-৭৮৭২১৩৮৭০৮) অথবা সেবাসচিব পূজ্যপাদ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ (মোঃ-৯৪৩৩৪৩০৭১০)। বিঃ দ্রঃ - করোনা মহামারির জন্য যাত্রীগণ সকলে মাস্ক সঙ্গে আনিবেন।

Registered : KOL RMS/035/2019-2021

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 03/03/2021

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003,
Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের প্রকাশিত নতুন গ্রন্থাবলী

(১) শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত (২) সাধক মৌলিরত্ন (৩) ছাত্রদের শ্রীল ভক্তিবিনোদ (৪) শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ (৫) শ্রীল গুরুমহারাজের হরিকথা ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড। (৭) শ্রীচৈতন্যভাগবত (পয়ার) (৮) শ্রীলগুরুগোস্বামী ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী (৯) শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত (১০) আমার প্রভুর কথা (১১) গোলোকের পথে (১২) শ্রীল গুরুগোস্বামী ঠাকুর (১৩) ভাষাভাগবত (তৃতীয় স্কন্ধ) (১৪) শ্রী হরিনাম চিন্তামনি। ইংরাজী ভাষায় (১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (২) Srimad Bhagavat arka Marichimala (৩) The Bhagabata (৪) Divine Discourses । হিন্দি ভাষায় (১) শ্রীচৈতন্য দেব (২) শ্রীল প্রভুপাদ ৩) শ্রীশিক্ষাষ্টক (৪) কুরুক্ষের মে শ্রীল প্রভুপাদ (৫) ভক্তধ্রুব (৬) গৌড়ীয় দর্শন (৭) ভজন সংগ্রহ—শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- নতুন শ্রীমদ্ভাগবতম্ ২০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মষ্টীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org